বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২

প্রতিবেদন প্রনয়নে

প্রধান অফিস

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ওআরএ)
জেমিনি টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ-২৩০০
মোবা: ০১৭১১৬২২৬০৯, ০১৭১২১৫৩০৫৭

ঢাকা অফিস

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ওআরএ)
ফ্লাট নং সিডি-৩ , ক্যাসিরো মোহনা
৭৫, পশ্চিম ধানমন্ডী-মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২৯৪১০. মোবা: ০১৭১১৬২২৬০৯, ০১৫৫২৩৮৮০৭৫
Email: oradhakaora @yahoo.com

ভূমিকা

হাওর বাওরের অঞ্চল কিশোরগঞ্জ জেলা। সারা দেশের ন্যায় এখানেও রয়েছে বেকারত্ব,অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের অভাব। এ সকল বিবিধ সমস্যা সমাধান করে তাদের উন্নয়ন কল্পে অর্গনাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেনট **(ওআরএ)** সংস্থাটি ১৯৮৮ সালের ১লা জুন থেকে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার রামনগর গ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হাজারো সমস্যাযুক্ত দরিদ্র মানুষের সমস্যা সমাধান করা ও,আর,এ এর একার পক্ষে সম্ভব নহে। ওআরএ জন্ম লগ্ন থেকে দরিদ্র মানুষের দারিদ্রতা বিমোচনের লক্ষ্যে সমস্যা সমাধানের কৌশলগুলো বাতলিয়ে সে মোতাবেক কাজ করার প্রয়াস চালিয়ে যাচেছ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষ্যে গরীব মানুষের উন্নয়ন বিভিন্ন কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তবে ওআরএ-এর নূন্যতম অভিজ্ঞতা থেকে এ উপলব্ধি হয়েছে যে যাদের জন্য উন্নয়ন তাদেরকে যদি বিশ্লেষনমুখী সচেতন করে উদ্বোদ্ধ করা যায় তাহলে হয়ত বা কাজগুলো টেকসই হবে। এ প্রেরণা থেকে ২০০৬ ইং থেকে ওআরএ-এর প্রতিটি কর্মসূচীই Community Led Approach-এ করার জন্য কর্মী বাহিনীকে তৈরী করা হচ্ছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে কাজের টেকসই ও গ্রহন যোগ্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

ও, আর,এ বর্তমানে বিভিন্ন দাতা ও সহযোগী সংস্থা সহ উপকারভেগীদের আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মসুচী চালিয়ে যাচেছ। এ প্রতিবেদনে ও,আর,এ এর কার্যক্রমের কিছুটা হলেও প্রতিফলন ঘটবে।

এই রিপোর্ট তৈরীতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রতিবেদনের মাঝে কোন ভূল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে ভবিষ্যৎতে শুধরানোর জন্য পরামর্শ প্রদান করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

শুভেচ্ছান্তে,
এ্যাড. ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
ও,আর,এ, কিশোরগঞ্জ।

অফিস পরিচিতি

প্রধান অফিস :

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট (ও.আর.এ)
জেমিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ-২৩০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৭১২১৫৩০৫৭
ইমেইল: oradhakaora @ yahoo.com

ঢাকা লিয়াজো অফিস:

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট (ও.আর.এ)
ফ্লাট নং সিডি-৩ , ক্যাসিরো মোহনা ,৭৫, পশ্চিম ধানমন্ডী
মোহাম্মদপুর,ঢাকা-১২০৭ ফোন: ০২- ৯১২৯৪১০
০১৭১১৬২২৬০৯, ০১৫৫২৩৮৮০৭৫
ইমেইল: oradhakaora @ yahoo.com

শাখা অফিস

ও,আর,এ-করিমগঞ্জ শাখা

নয়াকান্দি,করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।
ক্ষুদ্র ঋন, আয় বর্দ্ধন, শিক্ষা, এবং গৃহায়ন কর্মসুচী
০১৭১২-১৫৩০৫৭, ০১৭৩৪১৫১১২২
ইমেইল: oradhakaora@yahoo.com

ওআরএ- কিশোরগঞ্জ শাখা

জেমিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ-২৩০০
মোবাইল ঃ ০১৭১১৬২২৬০৯, ০১৭২৮৩৩৩৫২৫
ইমেইল: oradhakaora @ yahoo.com

ওআরএ- নানশ্রী শাখা

গ্রাম: নানশ্রী, পো: নানশ্রী,করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
ক্ষুদ্র ঋণ , প্রাথমিক শিক্ষা ও দাতব্য চিকিৎসা
০১৭২৮৩৩৩৫২৫, ০১৭৩৪১৫১১২২
ইমেইল: oradhakaora @ yahoo.com

ওআরএ পাকুন্দিয়া অফিস

পাটুয়া ভাঙ্গা ধরগা বাজার,পাকুন্দিয়া,কিশোরগঞ্জ
উপ আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প
০১৭১২১৫৩০৫৭
ইমেইল: oradhakaora @ yahoo.com

প্রকল্প অফিস

ওআরএ কমিউনিটি সেন্টার কাম লেডিং সেন্টার

বালিখলা, সুতারপাড়া, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ-২৩০০
মৎস প্রকল্প
মোবা: ০১৭৩৪১৫১১২২
ইমেইল: oradhakaora @ yahoo.com

ওআরএ নিকলি লেন্ডিং সেন্টার

নতুন বাজার, নিকলি, কিশোরগঞ্জ-২৩০০
মৎস প্রকল্প
মোবা: ০১৭৩৪১৫১১২২
ইমেইল: oradhakaora @ yahoo.com

ওআরএ কটিয়াদি লেন্ডিং সেন্টার

পাট পট্টি, কটিয়াদি,কিশোরগঞ্জ-২৩০০
মৎস প্রকল্প
মোবা: ০১৭৩৪১৫১১২২
ইমেইল: oradhakaora @ yahoo.com

ওআরএ তাড়াইল লেন্ডিং সেন্টার

তাড়াইল বাজার, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ-২৩০০
মৎস প্রকল্প
মোবা: ০১৭৩৪১৫১১২২
ইমেইল: oradhakaora @ yahoo.com

ওআরএ চৌগাঙ্গা লেন্ডিং সেন্টার

চৌগাংঙ্গা বাজার, চৌগাংঙ্গা, ইটনা,কিশোরগঞ্জ-২৩০০
মৎস প্রকল্প
মোবা: ০১৭১২ ১৫৩০৫৭
ইমেইল: oradhakaora @ yahoo.com

ভূমিকা:

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ) একটি সমাজ সেবা মুলক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের আত্নপ্রকাশ ১৯৮৮ সালের ১ লা জুন কিশোরগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত করিমগঞ্জ উপজেলার জয়কা ইউনিয়নের রামনগর নামক অবহেলিত এক নির্ভৃত পল্লীতে। এর উদ্যোগতা এবং প্রতিষ্ঠাতা হলেন এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম। শুরুতে অর্গানাইজেশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ও,আর,ডি) নামে ইহা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যারা সমাজে অবহেলিত, জীবন যাত্রা সাধারন মানের নীচে অবস্থান করছে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪ এপ্রিল ১৯৯১ ইং তারিখ সমাজসেবা বিভাগ ময়মনসিংহ কর্তৃক নিবন্ধীকৃত হয় কিন্তু পরবর্তিতে এফডি রেজিষ্ট্রেশন করার সময় ওআরডি নামের পরিবর্তন হয়ে বর্তমান নামাকরন ওআরএ হয়। বর্তমানে ওআরএ অদ্যবদি কিশোরগঞ্জ জেলা সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে সংস্থাটির নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নাম	নিবন্ধন নং	নিবন্ধনের তারিখ
০১	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	কিশোর-০১৬৫	১৪-০৪-১৯৯১ ইং
০২	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	এফডি-৮২৮	০৯-০৫-১৯৯৪ ইং
০৩	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	২০২/ ২০০৬	২৩-০৫-২০০৬ ইং
০৪	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি	০৪১২১-০১৩৭০-০০১৮৭	২৫-০৩-২০০৮ ইং
০৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,কিশোরগঞ্জ	কিশোর:/করিমগঞ্জ-১৭/০৭	১৩-১২-২০১৭ ইং

সংস্থার লক্ষ্য :

সমাজে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র অবহেলিত পুরুষ ও মহিলা জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ণ।

সংস্থার ভিশন :

স্থানীয় এবং বহিরাগত সম্পদ বিশেষ করে মানব, কৃষি, পশু ও পানি সম্পদের মত আরও কিছু সম্পদ মাবেশীকরনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাস্থ দুস্থ, গরীব, ক্ষমতা বঞ্চিত গ্রামীন এবং শহরের পুরুষ ও মহিলাদের জীবনের মান উন্নয়ন করে সমাজে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

সংস্থার উদ্দেশ্য :

সংস্থা তার মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন কর্মসুচীর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে :

- লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দল গঠন এবং সঞ্চয়ের অভ্যাসের মাধ্যমে সঞ্চয় তহবিল গঠন করা।
- সংগঠিত দলে ঋন দানের মাধ্যমে আয় ও কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি করা।
- কর্ম এলাকায় পিছিয়ে পড়া ছেলে মেয়েদের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করা।
- অতি দরিদ্র পরিবারের খাদ্য অনিশ্চয়তা কমিয়ে এনে আয় ও কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি করা।
- দাতা সংস্থার আর্থিক অনুদানে পরিচালিত গাভী পালন কর্মসুচীর মাধ্যমে আয় ও কর্ম সংস্থান করা।
- সম্ভাব্য অভিবাসীদের নিরাপদে অভিবাসন করার লক্ষ্যে সহায়তা করা।
- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসুচী গ্রহণ।
- ঔষধ সহ বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ।
- স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য গৃহায়ন কর্মসুচী বাস্তবায়ন করা।
- কৃষি, পশু সম্পদ, বনায়ণ ও মৎস সম্পদের উন্নয়ন করা।
- দল গঠনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন করা এবং ভোটার এডুকেশনের মাধ্যমে গনতন্ত্রায়ন।
- প্রশিক্ষনের মাধ্যমে (মানবিক ও কারিগরী) দক্ষ জনবল তৈরী করা।

বর্তমান কর্ম এলাকা:

জেলান নাম ও সংখ্যা		উপজেলার নাম		ইউনিয়নের নাম ও সংখ্যা		গ্রাম এর সংখ্যা
সংখ্যা	নাম	সংখ্যা	ইাম	সংখ্যা	ইাম	
০১	কিশোরগঞ্জ	০১	কিশোরগঞ্জ সদর	০১	কিশোরগঞ্জ পৌর সভা	০৯
				০২	বৌলাই	০৪
				০৩	রশিদাবাদ	০২
				০৪	মহিনন্দ	০১
		০২	করিমগঞ্জ	০১	করিমগঞ্জ পৌর সভা	০৪
				০২	করিমগঞ্জ	০৮
				০৩	নিয়ামতপুর	০৬
				০৪	সুতারপাড়া	১০
				০৫	কাদিরজঙ্গল	০১
				০৬	গুজাদিয়া	০১
				০৭	নোয়াবাদ	১৯
				০৮	গুনধর	০৩
				০৯	জয়কা	১০
				১০	দেহুন্দা	০২
				১১	বারঘরিয়া	০৭
				১২	জাফরাবাদ	০৩
		০৩	তাড়াইল	০১	দামিহা	০৪
				০২	তাড়াইল সদর	১০
				০৩	সাচাইল	০৫
				০৪	দিকদাইর	০২
		০৪	ইটনা	০১	বড়ই বাড়ী	০১
				০২	চৌগাংঙ্গা	২০
		০৫	নিকলী	০১	নিকলী সদর	১২
				০২	জারইতলা	০৮
				০৩	শরমুল	০৫
		০৬	কটিয়াদী	০১	কটিয়াদী সদর	১০
				০২	ধুলদিয়া	০৮
				০৩	করগাও	০৮
				০৪	বনগ্রাম	০৫
				০৫	আচমিতা	০৫
মোট	০১	০৬		৩০		১৯৩

বর্তমান কর্মসুচী :

- দল গঠন ও সঞ্চয় তহবিল গঠন।
- ঋনদান এবং আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা।
- নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন।

- দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালন।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং আয় বর্দ্ধন কর্মসূচী ।
- স্বাধু পানির মাছ আহরোত্তর ক্ষতি প্রশমন এবং মূল্য সংযোজন প্রকল্প।
- স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য গৃহায়ন কর্মসুচী ।
- শিশু অধীকার সংরক্ষন / শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনার/কর্মশালা করা।
- কৃষি, পশু ও মৎস সম্পদের উন্নয়ন।
- প্রশিক্ষন (সাধারন ও কারিগরি)।

মোট লক্ষিত জনগোষ্ঠী:

কর্মসুচীর ধরন	দলের সংখ্যা	পরিারের সংখ্যা	লক্ষিত জনগোষ্ঠী
ক্ষুদ্র ঋন কর্মসুচী	১২৪	১২৭২	৬,৩৬০
সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী	-	১২১১	৬,০৫৫
মোট	১২৪	২,৪৮৩	১২,৪১৫

প্রকল্প ভিত্তিক কর্মীর বিবরন :

ক্র:নং	কর্মসূচীর নাম	নিয়মিত কর্মী			প্রকল্প কর্মী			সর্ব মোট কর্মী		
		পু:	মহি:	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
০১	দল গঠন ও ঋন দান কর্মসূচী	০৪	০৪	০৮	-	-	-	০৪	০৪	০৮
০২	ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন কর্মসূচী	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৩	আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা	-	০৪	০৪	-	-	-	-	০৪	০৪
০৪	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা	০১	১২	১৩	-	-	-	০১	১২	১৩
০৫	খাচাঁয় দেশী মুরগী পালন(আয় বর্দ্ধন কর্মসুচী)	-	-	-	০১	-	০১	০১	-	০১
০৬	দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালন	-	০১	০১	-	-	-	-	০১	০১
০৭	গৃহায়ন কর্মসুচী	-	-	-	০১	-	০১	০১	-	০১
০৮	Post Harvest Loss Reduction and Value Addition of Fresh Water Fish.	-	-	-	০২	-	০২	০২	-	০২
	মোট কর্মী	০৫	২১	২৬	০৪	-	০৪	০৯	২১	৩০

ক্রমিক নং	দাতা সংস্থার নাম	কার্যক্রম
০১	সংস্থা ও উপকারভোগী	সঞ্চয় ও দল গঠন
০২	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং ওআরএ	ঋন দানের মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি
০৩	ওআরএ এবং উপকারভোগী	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ।
০৪	এনজিও ফোরাম ,ঢাকা।	ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন
০৫	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং আয় বর্দ্ধন
০৬	বাংলাদেশ ব্যাংক	গৃহায়ন কর্মসুচী
০৭	সমাজের দানশীল ব্যাক্তিদের সহায়তায় যাকাত ফান্ড	বিনা মূল্যে ঔষধ সহ চিকিৎসা সেবা প্রদান
০৮	কৃষি গবেষনা ফাউন্ডেশন (KGF)	Post Harvest loss Reduction and Value Addition of fresh Water Fish.

কর্মসূচী ভিত্তিক পরিচিতি :

০১. দল গঠন ও সঞ্চয় কর্মসূচী:

ও,আর,এ তার মূল লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে দারিদ্রতা বিমোচন প্রচেষ্ঠা সমূহের যে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে তা হলো দল সংগঠন। কেননা ও,আর,এ বিশ্বাস করে যে প্রতিটি মানুষেরই সৃষ্টিশীল প্রতিভাসমূহ সুপ্ত থাকে যা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ সৃষ্টিশীল প্রতিভা সমূহ বিকশিত করতে পারা যায়। মানুষের সেই সুপ্ত প্রাতিভাকে বিকশিত করতে চাই সাংগঠনিক শক্তি। আর দল সংগঠনের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পরের সৃষ্টিশীল ধারনা, বিশ্বাস, ক্ষমতা একত্রিত হয়ে একটি শক্তি সৃষ্টি হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই সহযোগিতার অভাবের ফলে তাদের উন্নতিকে বাধাগ্রস্থ করেছে, আর এ সুযোগে এক শ্রেনীর স্বার্থান্বেশী মহল তাদের শোষন করছে। এই স্বার্থান্বেশী মহল থেকে পরিত্রান পেতে হলে চাই সাংগঠনিক শক্তি। আর সেই সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন অর্থের। কিন্তু সেই অর্থ আসবে কোথা থেকে ? গরীব মানুষের সেই অর্থ আসার একটি বড় উপায় হলো সঞ্চয়। তাই ও,আর,এ তার লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সঞ্চয়ের অভ্যাস করানোর মাধ্যমে এই তহবিল গঠনের প্রয়াস চালিয়ে যাচেছ।

০১.ক: ডিসেম্বর ২০২২ ইং পর্যন্ত দল গঠন ও দলীয় সদস্যদের সার্বিক তথ্য :

ক্র.নং	শাখার নাম	দল গঠন			দলীয় সদস্য		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
০১	কিশোরগঞ্জ	১২ টি	২১	৩৩	১১৪ জন	১৩১ জন	২৪৫ জন
০২	করিমগঞ্জ	২২ টি	৬৬	৮৮	৩৫৭ জন	৭০৫ জন	১০৬২ জন
মোট		৩৪ টি	৮৭ টি	১২১ টি	৪৭১ জন	৮৩৬ জন	১৩০৭ জন

.খ: জানুয়ারী-২০২২ ইং হতে ডিসেম্বর-২০২২ পর্যন্ত সঞ্চয় আদায় ও ফেরতের (ক্রমপুঞ্জিভুত) চিত্র:

ক্র.নং	শাখার নাম	২০২২ ইং সনে সঞ্চয় আদায় ও ফেরৎ		ক্রমপুঞ্জিভুত সঞ্চয় স্থিতি
		আদায়	ফেরৎ	
০১	কিশোরগঞ্জ	২,৭১,৩০৫.০০	২,২১,৮৫০.০০	৬,৬৮৪,৯০৬.০০
০২	করিমগঞ্জ	৪,৬১,৮২২.০০	৩,৩৬,৫৫৭.০০	৬,৮১,৩৩৯.০০
মোট		৭,৩৩,১২৭.০০	৫,৫৮,৪০৭.০০	১৩,৬৬,২৪৫.০০

১.খ: জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর-২০২২ পর্যন্ত ঋণ বিতরন ও আদায় আদায়ের চিত্র:

ও,আর,এ-প্রাথমিক অবস্থায় দলীয় সদস্যদের সঞ্চয় থেকে সংগৃহীত অর্থের মাধ্যমে সংস্থার ঋনদান কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছিল। পরবর্তীতে ১৯৯২ইং সনের সেপ্টেম্বর মাসে পি,কে.এস.এফ এর সহযোগী সংগঠন হিসেবে এনলিসটেড হয়ে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে অদ্যবধি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ পর্যন্ত সংস্থা পিকেএসএফ থেকে ৪,২০,৫০,০০০/- চার কোটি বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। ঋন হিসেবে গ্রহণ করে পিকেএসএফ-কে ফেরৎ দিয়েছে ৩,৯৩,৩০,০০০/- তিন কোটি তিরানব্বই লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা। বর্তমানে পিকেএসএফ-এর পাওনা রয়েছে ২৭,২০,০০০/- সাতাইশ লক্ষ বিশ হাজার টাকা। পি,কে,এস,এফ এর আওতায় ঘুর্নায়মান তহবিল হিসেবে ডিসেম্বর - ২০২২ ইং পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে মোট ঋণ বিতরন করা হয়েছে (১৬,০৬,৬৮,২০০/) ষোল কোটি ছয় লক্ষ আটষট্টি হাজার দুইশত টাকা এবং আদায় হয়েছে ১৫,১৫,৫৩,২২৬/- পনের কোটি পনের লক্ষ তিপান্ন হাজার দুইশত ছাব্বিশ টাকা। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ঋণ স্থিতি আছে ৯১,১৪,৯৭৪/- একানব্বই লক্ষ চৌদ্দ হাজার নয়শত চুয়াত্তর টাকা।

০৩.নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন :

০৩.ক.স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন:

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল এটা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে সারা বৎসর রোগাক্রান্ত হয়ে ভুগতে হয় তাদের। স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব দারিদ্রতার একটি অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ন কারন হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তাই সরকারী কর্মকান্ডের পাশাপাশি ও,আর,এ ১৯৯৩ সাল থেকেই প্রকল্প এলাকায় এনজিও ফোরাম ফর ড্রিংকং ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচী চালিয়ে আসছে। এনজিও ফোরামের মোট সহায়তার পরিমান ছিল ৪৫,০০০.০০ টাকা। প্রকল্প শুরু কালীন সময়ের উদ্দেশ্য ছিল এলাকার স্বাস্থ সম্মত পায়খানার ব্যবস্থা করার জন্য রিং স্লাব তৈরী করে তা জনসাধারনের মাঝে প্রোডাকশান মূল্যে বিক্রি করা। তখনকার সময় এলাকায় কোন প্রাইভেট প্রোডিউসার ছিল না । পরবর্তীতে আমাদের দেখাদেখি প্রাইভেট প্রোডিউসার সৃষ্টি হতে থাকে। এক পর্যায়ে এসে দেখা গেল যে সংস্থা আর তাদের সাথে ঠিকে উঠতে পারছেনা। তখন সিদ্ধান্ত হল যে, যে সকল প্রাইভেট প্রোডিউসারগনের আর্থিক সংকট রয়েছে তাদেরকে নুন্যতম সেবা মূল্যের বিনিময়ে এ ফান্ড থেকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা। বর্তমানে এ ভাবেই কর্মসুচীটি চলছে। প্রাইভেট প্রোডিউসারদের সাথে মাঝে মাঝে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

→ সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা।
→ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা তৈরী ও ব্যবহার করন।
→ ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

০৪. আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা:

০৪.ক: নানশ্রী গ্রামে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন:

শিক্ষা সর্বত্র মানুষের অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। বিশ্বব্যাপী শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হচ্ছে , মানুষও ক্রমবর্ধমানভাবে তাতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা **'মৌলিক অধিকার'** হিসেবে স্বীকৃত। শিক্ষা প্রসারের সর্বাত্বক চেষ্টা একটি গণতান্ত্রিক উদ্যোগ হয়ে উঠতে পারে । এজন্য দরকার শিক্ষা নীতি ,পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়ন। যা হউক মান সম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পরীক্ষামুলক ভাবে ২০১৬ ইং সন থেকে করিমগঞ্জ উপজেলার অধীন জয়কা ইউনিয়নের নানশ্রী গ্রামে মরহুম এ্যাড. মো: ছাইদুর রহমান মেমোরিয়েল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে প্লে গ্রুপ থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাশ পরিচালিত হচ্ছে। এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠার উদ্দ্যেশ্য হলো কম খরচে মান সম্মত শিক্ষা প্রদান করা।

০৪.খ: উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা:

কিশোরগঞ্জ জেলার মাঝে করিমগঞ্জ উপজেলার বেশরি ভাগ এলাকাই হলো হাওর এলাকা। বর্তমানে কিশোরগঞ্জে সাক্ষরতার হার প্রায় ৬০% । এর মাঝে করিমগঞ্জের অবস্থা আরও করুন। যা হউক পিছিয়ে পড়া জন গোষ্ঠীর ছেলে মেয়েদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্র্যাক এর সহায়তায় নভেম্বর-২০০২ ইং হতে শুরু করে ডিসেম্বর-২০০৫ ইং তারিখ পর্যন্ত ১০ টি শিক্ষা কেন্দের মাধ্যমে ৩০০ জন এবং পরবর্তীতে পুনরায় জানুয়ারী ২০০৬ ইং তারিখ থেকে তিন বৎসর মেয়াদী ১০ টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩০০ জন ছাত্র ছাত্রী ডিসেম্বর-২০০৮ ইং তারিখ এবং EC-এর অর্থায়নে নভেম্বর-২০০৭ ইং থেকে ডিসেম্বর-২০১০ ইং পর্যন্ত সমাজে পিছিয়ে পড়া ছেলে মেয়েদের জন্য ৩৮ স্কুল এবং ২০১১ ইং থেকে ব্র্যাক-এর সহায়তায় ৩০ টি স্কুল অতি সফলতার সাথে কোর্স সম্পন্ন করে বর্তমানে তারা উচ্চতর ক্লাশে শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে । ব্র্যাক -এর সহায়তায় পুনরায় জানুয়ারী - ২০১৭ ইং তারিখ থেকে ৩০ টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র এবং ওআরএ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ০৭ টি প্রি প্রাইমারী চালু করা হয়। কিন্তু ব্র্যাক ডিসেম্বর-২০১৮ইং থেকে সকল পার্টনারদের সাথে চুক্তি বাতিল করে ফেলে। ফলে ওআরএ তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এ স্কুলগুলো পরিচালনা করে আসছে। ২০২০ ইং সনে ওআরএ শিক্ষা কার্যক্রম করোনা ভাইরাসের কারনে বন্ধ ছিল। বর্তমানে

২০২২ ইং সনে নিম্নে স্কুলের তথ্য প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য ২০১৭ ইং সন থেকে ব্র্যাক পার্টনারশীপ বাতিল করে ফেলে। পরবর্তীতে ওআরএ ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে ছাত্রদের টিউশন ফি থেকে আদায় এবং ওআরএ অনুদান থেকে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়ে আসছে।

০৪.গ:২০২২ ইং সনে ওআরএ কর্তৃক পরিচালিত স্কুলের তথ্য: (প্রি-প্রাইমারী):

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		মোট
				ছাত্র	ছাত্রী	
কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	বারঘরিয়া	০২	২০ জন	২৯ জন	৪৯ জন
		গুনধর	০১	০৬ জন	১৫ জন	২১ জন
		জয়কা	০২	১৫ জন	২০ জন	৩৫ জন
		মোট	০৪ টি	৪১ জন	৬৪ জন	১০৫ জন

৪.গ: ২০২২ ইং সনে প্রথম শ্রেনির স্কুলের তথ্য:

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		মোট
				ছাত্র	ছাত্রী	
কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	বারঘরিয়া	০৩ টি	৩২ জন	৪৮ জন	৮০ জন
		নিয়ামত পুর	০১ টি	১৩ জন	১৫ জন	২৮ জন
		দেহুন্দা	০১ টি	১০ জন	১৫ জন	২৫ জন
		কাদিরজঙ্গল	০১ টি	১০ জন	১৫ জন	২৫ জন
		জয়কা	০১ টি	০৪ জন	০১ জন	০৫ জন
		মোট	০৭ টি	৬৯ জন	৯৪ জন	১৬৩ জন

৪.গ: ২০২২ ইং সনে দ্বিতীয় শ্রেনির স্কুলের তথ্য:

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		মোট
				ছাত্র	ছাত্রী	
কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	বারঘরিয়া	০১ টি	১৬ জন	১৮ জন	৩৪ জন
		জয়কা	০২ টি	১১ জন	১৫ জন	২৬ জন
		মোট	০৩ টি	২৭ জন	৩৩ জন	৬০ জন

০৪. ঘ ২০২২ ইং সনে তৃতীয় শ্রেণীর স্কুলের তথ্য:

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		মোট
				ছাত্র	ছাত্রী	
কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	কাদির জঙ্গল	০১ টি	০৯ জন	১২ জন	২১ জন
		নিয়ামতপুর	০১ টি	০৫ জন	১৩ জন	১৮ জন
		জয়কা	০১ টি	০৩ জন	০১ জন	০৪ জন
		মোট	০৩ টি	১৭ জন	২৬ জন	৪৩ জন

২

০৪.ঙ.২০২২ ইং সনে ওআরএ কর্তৃক পরিচালিত পঞ্চম শ্রেণীর স্কুলের তথ্য:

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		মোট
				ছাত্র	ছাত্রী	
কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	বারঘরিয়া	০১ টি	১৪ জন	১৬ জন	৩০ জন
		মোট	০১ টি	১৪ জন	১৬ জন	৩০ জন

০৫. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং আয় বর্দ্ধন কর্মসুচী :

খাঁচায় দেশি মুরগী পালন প্রকল্পে উপকারভোগীদের মাঝে মুরগীর খাচা বিতরণ করছেন জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জনাব কামরুজ্জামান খান।

ফেব্রুয়ারী-২০০৮ইং থেকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন করিমগঞ্জ উপজেলার হাওর প্রবন সুতারপাড়া ইউনিয়নে অতি দরিদ্র ৩০০ জন মাদের নিয়ে এ কর্মসূচী চালু হয়ে ফেব্রুয়ারী-২০১০ ইং তারিখে প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হয় । পরবর্তীতে মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা এবং এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ কর্মসুচী নামে ডিসেম্বর-২০১০ ইং তারিখ থেকে করিমগঞ্জ উপজেলার আওতায় সুতারপাড়া ইউনিয়নে প্রকল্পটি চালু হয়ে নভেম্বর-২০১২ ইং তারিখে প্রকল্পটি শেষ হয়। পরবর্তীতে ৬ষ্ট পর্যায়ে পুনরায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা কর্মসুচীটি চালু হয়ে ডিসেম্বের-২০১৫ ইং তারিখে প্রকল্পটি শেষ হয় এবং ৭ম পর্যায়ে ফেব্রুয়ারী -২০১৬ ইং সনে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং আয় বর্দ্ধন কর্মসুচী শিরোনামে চালু হয়ে জানুয়ারী-২০১৭ ইং সনে সমাপ্ত হয়। এরপরে এপ্রিল-২০১৮ ইং থেকে পুনরায় আয় ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গাভী পালন কর্মসুচী শিরোনামে প্রকল্পটি চালু হয়। ২০২০ ইং সনে গাভী পালন কর্মসুচী সাধারন এর জন্য ২,৭৫,০০০.০০ টাকা এবং বিশেষ বরাদ্দ থেকে প্রাপ্ত ৫,০০,০০০.০০ টাকায় ২৯ টি গাভী বিতরন করা হয়। ডিসেম্বর ২০২১ ইং সনে পুনরায় ''খাচাঁয় দেশী মুরগী পালন" প্রকল্প চালু হয়ে নভেম্বর-২০২২ ইং তারিখে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয় এবং প্রকল্পের সমাপনী প্রতিবেদনও ইতোমধ্যেই জমা প্রদান করা হয়েছে।

০৫.ক: প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

লক্ষিত উপকারভোগীদের স্থায়ী ভাবে আয় ও কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

০৫.খ : প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- স্থায়ী ভাবে লক্ষীত উপকারভোগীদের আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
- মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়ন করা।
- পরিবারের ছেলে মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার জন্য অনুপ্রানিত করা।
- পারিবারিক স্বচ্ছলতায় সহযোগীতা করা।

০৫.গ. প্রকল্পের কাজ সমুহ:

০১. সাইন বোর্ড স্থাপন
০২. জরিপ করা।
০৩. ২৭ জন উপকারভোগী নির্বাচন করা।
০৪. খাচায় মুরগী চাষ বিষয়ক একদিনের প্রশিক্ষন প্রদান করা।
০৫. ২৭ টি লোহার খাচাঁ তৈরী করা।
০৬. উপকারভোগীদের জন্য মুরগী ক্রয় ও বিতরন অনুষ্ঠান করা।
০৭. অর্ধ বার্ষিকি ও সমাপনী প্রতিবেদন প্রেরন করা।
০৮. কর্মসুচী ফলো-আপ এবং মনিটরিং করা।

০৬. স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য গৃহায়ন কর্মসুচী :

প্রকল্প এলাকায় স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য গৃহায়ন সমস্যা সমাধান কল্পে অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ওআরএ) বিগত ২০০৯ ইং সনে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গৃহায়ন কর্মসুচীর একটি সহযোগী সংস্থা হিসের এনলিসটেড

হয়ে অদ্যবদি কর্ম এলাকায় প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথম দফায় ৫০ টি পরিবারে গৃহ নির্মানের জন্য বরাদ্ধ প্রদান করা হয়। প্রতিটি ঘরের বরাদ্ধ ছিল ৩৫,০০০.০০ হাজার টাকা। ঘরটি হতে হবে ২২০ থেকে ২৪০ বর্গফুটের আয়াতনের টিনের ঘর। ঘরের সম্পূর্ন টাকা ৫% হারে সেবা মূল্য সহ সাপ্তাহিক কিস্তি ভিত্তিতে তিন বছরে ফেরৎ যোগ্য প্রথম পর্বে ৫০ টি ঘর প্রদানের পর পুনরায় কর্ম এলাকায় গৃহ নির্মানের জন্য ৫৩ টি ঘরের বরাদ্ধ প্রদান করা হয় । এবারে প্রত্যেকটি ঘরের জন্য বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে ৭০,০০০.০০ টাকা যার মধ্যে প্রতিটি পরিবারে একটি করে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা করে দিতে হবে। তৃতীয় পর্যায়ে পুনরায় ৭০ টি ঘরের জন্য ৪৯,০০,০০০.০০ টাকা বরাদ্ধ প্রদান করা হয় এবং মুজিব শত বর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ বরাদ্ধ বাবদ ১৫০ টি ঘরের জন্য ১,৯৫,০০,০০০.০০ টাকা বরাদ্ধ প্রদান করা হয়। প্রকল্প শুরু থেকে ডিসেম্বর-২০২২ ইং পর্যন্ত প্রকল্প এলাকায় ২০১ টি ঘর সম্পন্ন করা হয়েছে। সাধারন বরাদ্ধ প্রদানের জন্য পুনরায় ১৫০ টি বরাদ্ধের জন্য আবেদন করা হয়েছে এবং মুজিব বর্ষের বরাদ্ধের মধ্যে হতে ইতোমধ্যেই ৫০ টি ঘরের কাজ সর্ম্পূন করে পরবর্তী ৫০ টি ঘরের কিস্তি ছাড়ের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

গৃহায়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহ পরিদর্শন করছেন মোঃ আরিফুল হক, যুগ্ম পরিচালক গৃহায়ন কর্মসূচী বাংলাদেশ ব্যাংক।

০৭.যাকাত তহবিল :

বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসুচী চালাতে যেয়ে ওআরএ প্রকৃত অর্থে পংগু , দুস্থ, এতিম এবং সমাজের হত দরিদ্রদের জন্য স্থায়ী ভাবে কোন কর্মসূচী চালু করতে পারেনি। এ উপলব্ধি থেকেই ওআরএ তার কর্ম এলাকায় সমাজের বিত্তবানদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করে গরীব এতিম ছেলেমেয়েদের শিক্ষা এবং পংগু মানুষের জন্য আয় ও কর্মসংস্থান কল্পে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে তা আরও সম্প্রসারিত হয়ে ঘুর্নিঝড় সিডর-এ আক্রান্ত এলাকায় মানুষের সাহায্যার্থে কাজ করে। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। পরবর্তীতে অক্টোবর-২০০৮ ইং থেকে যাকাতের অর্থে স্থায়ীভাবে গরীব মানুষের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান শুরু করে। প্রতি মাসে একবার মোবাইল ক্লিনিকের মাধ্যমে রামনগর গ্রামে এবং এক বার নানশ্রী গ্রামে বিনা মূল্যে ঔষধ সহ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমটি কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন করিমগঞ্জ উপজেলার জয়কা ইউনিয়নে পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে মাঝে মধ্যে উপজেলার অন্যান্য অবহেলিত জায়গাতেও করা হয়।

২০২২ ইং সনে এ্যাড. ছাইদুর রহমান মেমোরিয়াল যাকাত ফান্ডের অর্থায়নে পরিচালিত বিনা মূল্যে ঔষদ সহ স্বাস্থ্য সেবার বিবরন নিম্নে দেয়া হলো:

ক্র. নং	ক্লিনিক পরিচালনার ঠিকানা	উপকারভোগীর সংখ্যা			
		পুরুষ	মহিলা	শিশু	মোট
০১	গ্রাম:ধীতপুর, বারঘরিয়া, করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	০৬ জন	৩৫ জন	০৫ জন	৪৬ জন
০২	গ্রাম: দক্ষিন বারঘরিয়া, করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	০৮ জন	২৩ জন	০২ জন	৩৩ জন
০৩	গ্রাম: সাতারপুর, ইউ:কাদিরজঙ্গ, করিমগঞ্জ	১০ জন	২০ জন	০৬ জন	৩৬ জন
০৪	গ্রাম: ধলিয়া কান্দা, ইউ: নিয়ামতপুর, করিমগঞ্জ	-	২৩ জন	০৭ জন	৩০ জন
০৫	গ্রাম: ভাটিয়া নামা পাড়া ইউ: দেহুন্দা, করিমগঞ্জ	-	২৪ জন	-	২৪ জন
০৬	আন্দার মানিক, ইউ: নোয়াবাদ, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	১৭ জন	৫৬ জন	১৪ জন	৮৭ জন
০৭	উত্তর বারঘরিয়া,ইউ:বারঘরিয়া, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	১০ জন	১৯ জন	৭ জন	৩৬ জন
	মোট	৫১ জন	২০০ জন	৪১ জন	২৯২ জন

০৮: পোষ্ট হারভেষ্ট লস রিডাকশান এন্ড ভেলূ এ্যাডিশান অব ফ্রেশ ওয়াটার ফিশ:

দেশে প্রতি বছর প্রায় পনের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয় শুধু মাত্র মাছ আহরন এবং মাছ ব্যবস্থাপনা ত্রুটির জন্য। বিশেষ করে হাওরের /বিলের /নদীর সাধু পানির মাছের ক্ষেত্রেই এ ক্ষতির পরিমান বেশী। হাওরে মাছ আহরন থেকে শুরু করে বাজারজাত করন পর্যন্ত উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে **বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ফাউন্ডেশনের (BKGF)-এর** আর্থিক সহায়তায় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস বিজ্ঞান অনুষদের কারিগরি ও দিক নির্দেশনার মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ উপজেলা ও কুমিল্লা জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে" পোষ্ট হারভেষ্ট লস রিডাকশান এন্ড ভেলূ এ্যাডিশান অব ফ্রেশ ওয়াটার ফিশ"। এ প্রকল্পটি মূলত একটি গবেষনা মুলক প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তিনজন মৎস কর্মকর্তা ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করবেন। প্রকল্পটি এপ্রিল-২০১৮ ইং থেকে শুরু করে মার্চ ২০২১ ইং পর্যন্ত চুক্তি হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী-২০২২ ইং সনে প্রকল্পটির কাজ শেষ করে সমাপনী প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে।

০৮:ক. প্রকল্পের লক্ষ্য

সাধু পানির মাছ আহরনোত্তর ক্ষতি প্রশমন ও মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি করা।

০৮.খ. প্রকল্পের কার্যক্রম সমুহ:

- ইনসেপশান কর্মশালা করা।
- জেলেদের দল তৈরী করা।
- খুচরা বিক্রেতাদের দল তৈরী করা।
- পাইকারদের দল তৈরী করা।
- আড়ৎদারদের দল তৈরী করা।
- PRA প্রথম রাউন্ড প্রশিক্ষন প্রদান।
- PRA দ্বিতীয় রাউন্ড প্রশিক্ষন প্রদান।
- উপকারভোগীদের উন্নত ফিস হ্যান্ডলিং , সংরক্ষন ও বাজারজাত করন বিষয়ক প্রশিক্ষন।
- মানবিক ও দক্ষতা বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষন প্রদান করা।
- ফিশারি রিসোর্স সেন্টার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা।
- মাছ ব্যবসায়ীদের জন্য উন্নত ফিশ হ্যান্ডলিং এর উপর এন্টারপ্রিনিউরসীপ ডেভলপমেন্ট প্রশিক্ষন প্রদান ।
- ডেভলপমেন্ট অব রেডি টু কুক ফ্রেশ ফিশ প্রডাক্টস এর উপর দক্ষতা বৃদ্ধি মুলক প্রশিক্ষন প্রদান।
- মাছ ব্যবসায়ী জেলেদের মাছে সলিড ক্যারেড বিতরন।
- ভ্যানে উন্নত যন্তপাতি ও পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উদোক্তা তৈরী প্রশিক্ষন (মহিলা)
- ভ্যানে উন্নত যন্তপাতি ও পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উদোক্তা তৈরী প্রশিক্ষন (পুরুষ)
- এস এস টেবিল/ ফোল্ডিং টেবিল বিতরন।
- হস্ত চালিত বরফ ভাঙ্গার মেশিন বিতরন।
- আদর্শ নৌকা বিতরন।
- উন্নত বরফ ভাঙ্গার পেডি বিতরন।
- ভ্যান গাড়ী/ পন্য বিক্রয়ের কাচের সোকেচ।

সাধু পানির মাছ আহরন উত্তর ক্ষতিপ্রশমন প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে মাছ বহন করার ক্যারেট বিতরণ করছেন এ্যড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম ও ফনিন্দ্র সরকার, রিসার্চ ফেলো এবং প্রকল্পের কর্মকর্তা বৃন্দ।

০৮:খ.কিশোরগঞ্জ জেলায় কর্ম এলাকা:

কিশোরগঞ্জ জেলার আওতায় করিমগঞ্জ, তাড়াইল, ইটনা,নিকলী ও কটিয়াদী উপজেলা।

০৯.উপকারভোগীদের মাঝে মালামাল বিতরনের বিবরন:

প্রকল্প এলাকার পাঁচ উপজেলায় ১০ টি লেন্ডিং সেন্টারে মৎসজীবি, আড়ৎদারদের মাঝে বিতরনকৃত মালামালের বিবরন নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	মালামাল গ্রহনকারী	মালামালের ধরন	গ্রহীতার সংখ্যা
০১	মৎস্যজীবি	প্লাষ্টিক ক্রেট	১৫৩ জন
০২	আড়ৎদার	টেংক আইস বক্স	১৪ জন
০৩	আড়ৎদার	এস,এস. টেবিল	০৫ জন
০৪	বরফ কল	বরফ ভাঙ্গার মেশিন	০৩ জন
০৫	মৎস্যজীবি	আদর্শ নৌকা	০৫ জন
০৬	পাইকার/বরফ কল	উন্নত বরফ ভাঙ্গার পেডি	০৪ জন
০৭	উদোক্তা	ভ্যান গাড়ী/ পন্য বিক্রয়ের কাচের সোকেচ।	০৭ জন
০৮	এস,এস,টেবিল বিতরন	আড়ৎদার	২৩ টি

১০.ফিসারিজ রিসোর্স সেন্টার স্থাপন:

প্রকল্প প্রস্তাবনায় বলা ছিল পাঁচ উপজেলায় ১০ টি রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করার কিন্ত বাজটে যে টাকা ধরা ছিল তা দিয়ে ১০ টি করা সম্ভব নয় বিধায় দাতা সংস্থার অনুমোদন নিয়ে করিমগঞ্জ উপজেলার অধীন সুতারপাড়া ইউনিয়নের বালিখলা আড়তে একটি ফিশারিজ রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হয়।

১১.ফিসারিজ রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের উদ্দেশ্য:

- রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো সেন্টারটিকে একটি আদর্শ আড়ৎ হিসেবে স্থাপন করা যার ফলে মাছের ক্ষতি প্রশমন হয়।
- সেন্টারটিকে ফিশ প্রডাক্ট/ রেডি টু কুক প্রডাক্টস এর একটি বিপনন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা।
- মৎসজীবি, আড়ৎদার,পাইকারদের মাঝে সম্পর্ক উন্নয়ন করে মাছের ক্ষতি প্রশমন করার জন্য মিটিং, আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা।
- অন্যান্য এলাকার আড়ৎ;দারদের উৎসাহিতকরা।

১২. জাতীয় দিবস পালন:

এফএনবি কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার উদ্দোগে মহান ২১-শে ফেব্রুয়ারী,২০২২ তারিখে এফএনবি কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি এ্যাড. ফকির মো:মাজহারুল ইসলাম-এর নেতৃত্বে কিশোরগঞ্জ জেলায় কর্মরত এফএনবি-এর সদস্য সংস্থা সহ ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শহীদ মিনারে মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এফএনবি কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি এ্যাড. ফকির মো:মাজহারুল ইসলাম-এর নেতৃত্বে মহান ২১-শ ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দেলনের শহীদদের প্রতি শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

১২.খ: বিএনএফ দিবস পালন:

বিগত ২ রা ডিসেম্বর,২০২২ এ কিশোরগঞ্জ জেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় কর্মরত সাতটি সংস্থার যৌথ উদ্দ্যোগে "বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস-২০২২" পালন করা হয়। দিবস পালনের মধ্যে ছিল র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা। বিএনএফ কর্মসুচীটির বাস্তবায়নের জন্য অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ওআরএ) কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কিশোরগঞ্জ জেলায় বিএনএফ এর অর্থায়নে ০৭টি সংস্থা বিভিন্ন উপজেলায় কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস পালনের আলোচনা অনুষ্ঠান ও র‍্যালীতে ০৭টি সংস্থার প্রধান নির্বাহীগন উপস্থিত ছিলেন।

এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখছেন এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম নির্বাহী পরিচালক ওআরএ।

১৩. বিশেষ কর্মসূচী:

২০২২ইং সনের অক্টোবর মাসের ইউনিলিভার কম্পোনির সৌজন্যে প্রাপ্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন বিভিন্ন উপজেলায় প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা উপকার ভোগী সহ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। সামগ্রির মধ্যে ছিল হ্যান্ড স্যানেটাইজার, হ্যান্ড ওয়াস, সানস্কিল সেম্পু, ক্লিনিক প্লাস সেম্পু, ফেইস ওয়াস, ফেয়ার এন্ড লাভলী, ক্লোজ আপ টুথ পেস্ট, পেপসুডেন্ট টুথ পাউডার, টয়লেট ক্লিনির ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

বিতরণকৃত সামগ্রীর মুল্য প্রায় ১২,০০,০০০/-

করিমগঞ্জ উপজেলার গুজাদিয়া ইউনিয়নের গুজাদিয়া হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষার সামগ্রি বিতরণ করছেন এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম নির্বাহী পরিচালক ও আর এ, কিশোরগঞ্জ।

১৩.প্রশিক্ষন:

জ্ঞান-বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা সম্মিলিত জীব হলো মানুষ। মানুষের মাঝেই আছে সৃষ্টিশীল ক্ষমতা। কিন্তু দেখা যায় যে, এ সৃষ্টির ক্ষমতা কারও মাঝে সুপ্ত অবস্থায় থাকে আবার কারো মাঝে সৃষ্টির ক্ষমতা প্রকাশিত হলেও উপযুক্ত পরিবেশ বা ন্যুন্যতম সহায়তার অভাবে প্রসার লাভে বিঘ্ন ঘটে। তাই এ সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের গুরূত্ব অপরিসীম। তাই ওআরএ তার নিজস্ব দক্ষ জনবলের মাধ্যমে কর্মী এবং উপকারভোগীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। নিম্নে প্রশিক্ষনের তথ্য প্রদান করা হলো:

১২.ক: অনাবাসিক প্রশিক্ষন :

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের শিরোনাম	প্রশিক্ষনের মেয়াদ কাল	প্রশিক্ষানার্থীর ধরণ	কোর্সের সংখ্যা	অংশ গ্রহনকারীর সংখ্যা		
					পুরুষ	মহিলা	মোট
০১	রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ	১ দিন	শিক্ষিকা বৃন্দ	১০ টি	১ জন	১৬ জন	১৬ জন
০২	বকেয়া গ্রস্ত সমিতি পুন:গঠন বিষয়ক কর্মশালা	১ দিন	বকেয়া গ্রস্ত সমিতির সদস্য	০১ টি	১০ জন	১০ জন	২০ জন
০৩	ঋণকর্মসূচির গতিশীলতা বৃদ্ধি ও বকেয়া আদায়ের কলাকৌশল	১দিন	ঋণ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ	০১ টি	১০ জন	১০ জন	২০ জন
			মোট	১২ টি	২১ জন	৩৬ জন	৫৬ জন

১৪. উপসংহারঃ

অধিকার আদায় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সামর্থ্যতা অর্জনের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন কোন কথার কথা নয়। এটা একটি প্রক্রিয়ার ব্যাপারতো বটেই এবং সময়েরও ব্যাপার। তা ছাড়াও রয়েছে দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পদক্ষেপ। ভিত্তহীনদের আজকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তাদের অবস্থান যেমন একদিনে ঘটেনি, ঠিক তেমনি এ অবস্থান থেকে তাদের উত্তরণও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটবে না। তবে আমাদের স্বস্ব অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের চেষ্ঠা করে যেতে হবে। বস্তুত পক্ষে পৃথিবীতে কোন চেষ্টাই আজ পর্যন্ত ব্যর্থ যায়নি, যদি না সে চেষ্টায় আন্তরিকতা ও অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অভাব না ঘটে। ও,আর,এ মনে করে যদি তাদের দাযিত্বশীল কর্মী বাহিনীকে নিয়ে তার কর্ম এলাকায় সংগঠিত দলীয় সদস্যদের নিয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যায় তবে, জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে। ও,আর,এ প্রকৃত পক্ষে চায় সামর্থ্য অনুযায়ী লক্ষীত জনগোষ্ঠীর মাঝে অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব ভিত্তিক কর্ম প্রচেষ্ঠা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের দায়িত্বশীল উন্নয়ন।

সংস্থার সাধারন পরিষদের সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্র.নং	ইাম	ঠিকানা	পেশা
০১	মো: জালাল উদ্দীন	জেমিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, জেলা:কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
০২	মো: আলী আকবর	গ্রাম: গুলবাগ,পো: পাড়া বালিয়া, উপজেলা করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ।	বেসরকারী চাকুরী
০৩	এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম	গ্রাম:রামনগর,পো:জয়কা,উপজেলা:করিমগঞ্জ, জেলা:কশোরগঞ্জ।	চাকুরী বেসরকারী
০৪	মোছা: শেলীনা আক্তার	গ্রাম: নানশ্রী,পো: নানশ্রী,উপজেলা: করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
০৫.	ফারজানা রহমান	কাজী নজরুল ইসলাম রোড, শোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী ও সমাজকর্মী
০৬.	হাসিনা আক্তার	কাজী নজরুল ইসলাম রোড শোলাকিয়া, জেলা:কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
০৭.	মো: শাহাবুদ্দিন	পিতা: মৃত মিয়া হুসেন, গ্রাম: জাল্লাবাদ, পো: বৌলাই, করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক
০৮.	মো: মাহবুবুল আলম	গ্রাম:হাজীপুর,পো:মাথিয়া, উপজেলা+ জেলা:কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
০৯.	সাঈদা সুখায়না	গ্রাম: রামনগর, পো: জয়কা, উপজেলা:করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
১০.	মো: আজহারুল ইসলাম	গ্রাম: রামনগর,পো: জয়কা, উপজেলা:করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১১.	মো: হুমায়ুন কবীর	গ্রাম: নানশ্রী, পো: জয়কা, উপজেলা:করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ	ব্যবসা
১২.	মোছা: হোছনে আরা বেগম	গ্রাম: নানশ্রী, পো: নানশ্রী, উপজেলা:করিমগঞ্জ, জেলা: কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
১৩.	মো: সূলতান মাহমুদ	গ্রাম: মহব্বতপুর,পো:জংগল বাড়ী, করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ	ব্যবসা
১৪.	মো:মাহমুদুল হাছান হৃদয়	পিতা: মো: রইছ উদ্দীন, রামনগর, পো: জয়কা, উপজেলা: করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১৫.	মো: সিরাজুল হক	গ্রাম:দেহুন্দা,পো: দেহুন্দা, উপজেলা করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ।	বেসরকারী চাকুরী
১৬.	মো: আসাদ উলাহ	গ্রাম: সিংগুয়া, পো:+ উপজেলা: করিমগঞ্জ, জেলা: কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১৭.	মো: জহিরুল ইসলাম	গ্রাম: কিরাটন বিচারকান্দা, উপজেলা:করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১৮.	মো: ইব্রাহীম	গ্রাম: কানাইনগর,পো:জয়কা,উপজেলা:করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ	কৃষি
১৯.	মো: ওমর ফারুক	গ্রাম: পাটুয়া ভাংগা,পো: হুসেন্দী, উপজেলা পাকুন্দিয়া, জেলা: কিশোরগঞ্জ।	ব্যবসা
২০.	মো: গোলাম মস্তফা	গ্রাম: নানশ্রী, পো: নানশ্রী, উপজেলা করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
২১.	মো: খাজেমুল ইসলাম খান	গ্রাম: গাংগাইল,পো: বৌলাই, উপজেলা করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ।	বেসরকারী চাকুরী
২২.	মো:আব্দুর রাশিদ	গ্রাম:মাঝিরকোনা, ইউ: জাফরাবাদ,পো:বৌলাই, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	অবসর প্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক
২৩	মো: মাইন উদ্দীন	গ্রাম: চর দেহুন্দা, পো: দেহুন্দা বাজার, উপজেলা: করিমগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী

সংস্থার কার্যকরী পরিষদের তালিকা:

ক্র.ন	ইাম	পদবী	ঠিকানা
০১	মো: আলী আকবর	সভাপতি	গ্রাম: গুলবাগ,পো: পাড়া বালিয়া, উপজেলা:করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ।
০২	সুলতান মাহমুদ	সহ-সভাপতি	গ্রাম: নানশ্রী, পো: নানশ্রী, উপজেলা: করিমগঞ্জ, জেলা: কিশোরগঞ্জ
০৩	এ্যাড. ফকির মো:মাজহারুল ইসলাম	সচিব	গ্রাম:রামনগর,পো:জয়কা,উপজেলা:করিমগঞ্জ, জেলা:কশোরগঞ্জ।
০৪	হাসিনা আক্তার জাহান	কোষাধক্ষ্য	কাজী নজরুল ইসলাম রোড শোলাকিয়া, জেলা:কিশোরগঞ্জ
০৫	মো: সিরাজুল হক	সদস্য	গ্রাম: চর দেহুন্দা, পো: দেহুন্দা বাজার, উপজেলা: করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
০৬	ফারজানা রহমান ঝুমা	সদস্য	কাজী নজরুল ইসলাম রোড, শোলাকিয়া, উপজেলা+ জেলা: কিশোরগঞ্জ
০৭	মো: শাহাবুদ্দীন	সদস্য	গ্রাম: জাল্লাবাদ,, পো: বৌলাই, উপজেলা:করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ

সংস্থার দাতা সদস্যের নাম

ক্রম.	ইাম	ঠিকানা
০১.	আলহাজ্ব ফকির মো:ইদ্রিস মাষ্টার	গ্রাম: রামনগর, পো: জয়কা, থানা: করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ
০২.	আলহাজ্ব এ্যাড: মো:ছাইদুর রহমান	গ্রাম: নানশ্রী, পো: নানশ্রী, থানা: করিমগঞ্জ, জেলা: কিশোরগঞ্জ
০৩.	এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম	গ্রাম: রামনগর, পো: জয়কা, থানা: করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ
০৪.	বেগম জাহানারা সাঈদ	গ্রাম: নানশ্রী, পো: নানশ্রী, থানা: করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ
০৫.	সাঈদা সোখায়না	গ্রাম: রামনগর, পো: জয়কা, থানা: করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ
০৬.	আব্দুস সাত্তার মিয়াজী	গ্রাম: জংগল পুর, পো:তাড়াশাইল, চৌদ্দগ্রাম, কুমিলা।
০৭.	মো: শফিকুল হক চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আশা, ঢাকা
০৮.	মোহাম্মদ আলী	গ্রাম:জংগল বাড়ী,পো: জংগল বাড়ী, করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ
০৯	মি. সুশীল কুমার রায়	ভাইস প্রেসিডেন্ট, আশা, ঢাকা।
১০	এস,এম মোর্শেদ	প্রশিক্ষন কর্মকর্তা, ওয়ার্লড ফুড প্রোগ্রাম, ঢাকা।
১১	এস মাহমুদ চৌধুরী	প্রশিক্ষন কর্মকর্তা, সেব দি চিল্ড্রেন, ঢাকা।
১২	শেলিনা আক্তার	গ্রাম: নানশ্রী,পো: নানশ্রী,উপজেলা: করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

কর্মসুচী সংক্রান্ত কিছু ছবি

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস-২০২২ র‍্যালীতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ওআরএ কার্যকরী পরিষদ এর সভাপতি মো: আলী আকবর সহ ৭টি সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কর্মচারী, স্কুল শিক্ষক ও উপকারভোগী।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস-২০২২ আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতিনিধি জনাব মো: খাদেমুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কমিরগঞ্জ উপজেলা।

সাধুপানির মাছ আহরণ উত্তর ক্ষতিপ্রশমন ও মূল্য সংযোজন প্রকল্পের আওতায় করিমগঞ্জ উপজেলার সুতার পাড়া ইউনিয়নের বালিখলা ঘাটে নির্মিত ফিশারীজ রিসোর্স সেন্টার পরিদর্শন করছেন কেজিএফ এর কনসালটেন্ট মো: নুরুজ্জামান, পরিচালক, রিসার্স ফেলো এবং ওআরএর নির্বাহী পরিচালক এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম।

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট (ওআরএ) এর ২০২২ সনের সাধারণ সভায় সবার শুরুতে সংস্থার শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মৃত সদস্য ও সদস্যাদের জন্য দোয়া মুনাজাত পরিচালন করছেন মো: আসাদুল।